তারাবীহ ও ই'তিকাফ

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

তারাবীহ ও ই'তিকাফ

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
বি.এ. অনার্স
(ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট)
এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)
পিএইচ.ডি গবেষক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

সূচিপত্র (المحتويات)

তারাবীহ

ই‘তিকাফ

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

(كلمة المترجم)

তারাবীহ ও ই‘তিকাফ আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের অন্যতম মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে তারাবীহ ছালাত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং নিজে ২৩, ২৫ ও ২৭ শে রামাযান মোট তিন দিন জামা‘আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছেন। উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি রামাযানের বাকী দিনগুলোতে জামা‘আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এই আশংকা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং জামা‘আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা বিদ‘আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং এটি তাঁর সুন্নাত। ১৪ হিজরীতে উমার (রাঃ) এ সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করে একে আভিধানিক অর্থে ‘সুন্দর বিদ‘আত’ (نِعْمَتِ الْبِدْعَـــةُ هَـــذِهِ) বলেছিলেন; শারঈ অর্থে নয় *(আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, রিয়াদ : ২০১০, পৃঃ ৫০-৫১)*। কেননা শারঈ বিদ‘আত সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্টতা *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; মিশকাত, হা/১৬৫)*। যার পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ, হা/১৫৭৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতরসহ এগারো রাক‘আত তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছেন। বিশ রাক‘আত তারাবীহ্র হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল (ضعيف جدا) বিধায় আমলযোগ্য নয়। বরং ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) উবাই বিন কা‘ব ও তামীম আদ-দারীকে রামাযান মাসে এগারো রাক‘আত তারাবীহ্র ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; মিশকাত হা/১৩০২*। অন্য কোন ছাহাবীও বিশ রাক‘আত পড়েছিলেন বলে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৬-৮২)*। সুতরাং বিশ রাক‘আতের উপরে ইজমা হওয়ার দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন *(তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৫১৩)*।

ই‘তিকাফ আল্লাহ্র ইবাদতে নিরবচ্ছিন্ন সময় কাটানোর ও লায়লাতুল কদর লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমৃত্যু রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করে গেছেন *(বুখারী, মুসলিম)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতে যত কষ্ট করতেন, এত কষ্ট অন্য সময় করতেন না’ *(মুসলিম)*। তিনি আরো বলেন, ‘শেষ দশক হাযির হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সারারাত জাগতেন, পরিবারের সবাইকে জাগাতেন এবং খুব কষ্ট করতেন ও কোমরে কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন’ *(বুখারী, মুসলিম)*। সুতরাং ই‘তিকাফের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আধুনিক যুগে ইলমে হাদীছের বিস্ময়কর প্রতিভা শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯) তাঁর ‘কিয়ামু রামাযান’ (قيـــام رمـــضان) গ্রন্থে তারাবীহ ও ই‘তিকাফ সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা। সেজন্যই আমরা এর অনুবাদে হাত দিয়েছি এবং যথাসাধ্য সহজ-সাবলীল অনুবাদ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি। আল্লাহ তা‘আলা লেখক ও অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন! আমীন!!

লেখক পরিচিতি

নাম ও জন্ম :

নাম-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, উপনাম-আবূ আব্দির রহমান, পিতার নাম-নূহ নাজাতী। বংশপরিক্রমা হল- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন বিন নূহ নাজাতী বিন আদম আল-আলবানী। তিনি ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়ার প্রাক্তন রাজধানী ‘উশকূদারাহ’ (أُشْقُوْدرة) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব :

এক দরিদ্র ধার্মিক পরিবারে আলবানীর শৈশব কাটে। তাঁর বাবা নূহ নাজাতী একজন বড় মাপের হানাফী আলেম ছিলেন। শায়খ আলবানী পিতা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, والدي كان يعتبر خاصة بين الأرناؤوط هو أعلمهم بالفقه الحنفي، وكان ملاذهم ومرجعهم.
‘আমার বাবা বিশেষভাবে আরনাঊতীদের (আলবেনীয় ও সার্ব জনগোষ্ঠী) মধ্যে হানাফী ফিকহ সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের নির্ভরতার প্রতীক’। তিনি তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে ফারেগ হয়ে দ্বীনের খিদমতের মানসে নিজ দেশ আলবেনিয়ায় ফিরে আসেন। তাঁর কাছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন শারঈ জ্ঞান অর্জনের জন্য আসত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (১৯৪৫-১৯৮৭) ও প্রখ্যাত মুহাক্কিক শায়খ শু‘আইব আরনাঊত।

সিরিয়ায় হিজরত :

আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট শাসক আহমাদ যূগূ (أحمد زُوغُو)-এর শাসনামলে সেখানে ইসলামের উপর কুঠারাঘাত নেমে আসে। তিনি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মতো আলবেনিয়ায় নারীদের বোরকা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দেশকে ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউরোপীয় টুপি (Hat) পরিধান বাধ্যতামূলক করেন। আলবানীর বাবা ঐ সময় স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার ক্রমঅবনতি লক্ষ্য করে দ্বীন রক্ষার্থে সিরিয়ায় হিজরত করেন। তখন আলবানীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর।

শিক্ষা জীবন :

সিরিয়ায় হিজরতের পর আলবানীকে তাঁর বাবা ‘জামঈয়্যাতুল ইস‘আফ আল-খায়রী’ (দাতব্য এম্বুলেন্স সংস্থা) নামে একটি বেসরকারী মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় আলবানীর বয়স বেশি হওয়ায় তিনি এক বছরেই ১ম ও ২য় শ্রেণী শেষ করে ৪ বছরে কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইতিপূর্বে আরবী বর্ণমালা না চিনলেও এ মাদরাসায় তিনি আরবী ভাষা শিখেন। এরপর তাঁর নিয়মতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর এগোয়নি। এর কারণ সম্পর্কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

فوالدي رحمه الله كان سيىء الرأي في المدارس الحكومية، وحق له ذلك، لأنها كانت لا تدرس من الشريعة إلا ما هو أقرب إلى الشكل من الحقيقة، ولذلك ما أدخلني مدرسة التجهيز مثلا التي كانت هي الثانوية يومئذ في سوريا.

‘সরকারী মাদরাসাগুলোর ব্যাপারে আমার বাবার (রহঃ) ধারণা খারাপ ছিল। এমন ধারণা থাকাটাও তাঁর জন্য যৌক্তিক ছিল। কারণ ঐ মাদরাসাগুলোতে নামকাওয়াস্তে শরী‘আহ

শিক্ষা দেয়া হত। সেজন্য তিনি আমাকে 'মাদরাসাতুত তাজহীয'-এ ভর্তি করেননি, যেটি সিরিয়ায় সে সময় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ছিল'।

এর একটা কারণ এটাও হতে পারে যে, বাবা চাইতেন তার সন্তান হানাফী ফিকহে ব্যুৎপত্তি লাভ করুক। কিন্তু সিরিয়ায় তখন হানাফী ফিকহ পড়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্ত রের কোন ভাল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেজন্য তিনি বাড়িতেই তার সন্তানকে তাজবীদ সহ কুরআন মুখস্থ করান। পাশাপাশি নাহু, ছরফ ও হানাফী ফিকহ 'মুখতাছারুল কুদূরী' পড়ান। তাছাড়া এ সময় আলবানী মুহাম্মাদ সাঈদ বুরহানী নামে এক হানাফী ছূফী শিক্ষকের নিকট হানাফী ফিকহ 'মারাকিল ফালাহ', আরবী ব্যাকরণের 'শুযূরুয যাহাব' ও বালাগাতের কতিপয় আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ার প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান মুহাম্মাদ বাহজাতুল বায়তারের (১৮৯৪-১৯৭৬) দরসে উপস্থিত হতেন। তিনি আলেপ্পোর খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ রাগেব আত-তাব্বাখের নিকট থেকে হাদীছের 'ইজাযাত' বা সনদ লাভ করেন।

ইলমে হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ :

বাল্যকাল থেকেই পড়ার প্রতি আলবানীর ঝোঁক ছিল প্রবল। এ সময় তিনি আরবী কিচ্ছা-কাহিনী, ইউরোপীয় গোয়েন্দা কাহিনী ও ইতিহাসের বিভিন্ন বইপত্র পড়তেন। বাবার সাথে ঘড়ির দোকানে কাজ করার সময় সুযোগ পেলেই তিনি দামেশকের উমাইয়া মসজিদে দরসে বসতেন। এ মসজিদের পশ্চিম গেটের সন্নিকটে আলী মিসরী নামক একজন ব্যক্তির পুরাতন বই ও পত্রিকা বিক্রির দোকান ছিল। তিনি সেখানে প্রায়ই যেতেন এবং পছন্দনীয় বই পড়ার জন্য ধার নিয়ে আসতেন। একদিন খ্যাতনামা মিসরীয় বিদ্বান সাইয়িদ রশীদ রিযা (১৮৬৫-১৯৩৫) সম্পাদিত 'আল-মানার' পত্রিকাটি তাঁর গোচরীভূত হয়। সেখানে তিনি ইমাম গাযালীর 'ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থের উপর একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ দেখতে পান। তিনি পত্রিকাটি নিয়ে গিয়ে গোটা প্রবন্ধটি পড়েন। উক্ত প্রবন্ধে হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাকী লিখিত 'আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফিল আসফার ফী তাখরীজে মা ফিল ইহ্ইয়া মিনাল আখবার'-এর উল্লেখ দেখতে পেয়ে সেটি সংগ্রহের জন্য বাজারের বইয়ের দোকানগুলোতে তাঁর ভাষায় 'দিশেহারা প্রেমিকের ন্যায়' (كالعاشق الولهان) ঘুরতে থাকেন। অবশেষে এক দোকানে ৪ খণ্ডে মুদ্রিত পরম কাঙ্খিত গ্রন্থটি পেয়ে যান। কিন্তু কিনতে অপারগ হওয়ায় তিনি বইটি পড়ার জন্য ধার নেন। তিনি গ্রন্থটিকে নকল করে ৩ খণ্ডে দুই হাযার ১২ পৃষ্ঠায় সুবিন্যস্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭/১৮ বছর। এভাবে সাইয়িদ রশীদ রিযার ঐ প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে তাঁর অন্তরে ছহীহ-যঈফ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের এক দুর্নিবার ইলাহী অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। হাদীছের প্রতি সন্তানের অনিঃশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করে পিতা টিপ্পনী কেটে প্রায়শই বলতেন, علم الحديث صنعة المفاليس 'ইলমে হাদীছ দরিদ্রদের পেশা'।

ক্রমেই হাদীছের প্রতি শায়খ আলবানীর আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি তাঁর জীবিকার জন্য মঙ্গলবার ও শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘড়ি মেরামতে ব্যয় করতেন। বাকী সময় ব্যয় হত জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে। তিনি হাদীছের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের জন্য দামেশকের সুপ্রাচীন যাহেরিয়া লাইব্রেরীতে প্রত্যেক দিন ৬/৮ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। কখনো কখনো ১২ ঘণ্টা অবধি চলত নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা। অনেক সময় লাইব্রেরীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যয়নে কেটে যেত। কর্তৃপক্ষ তাঁর পড়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি কক্ষ বরাদ্দ করেন

এবং সার্বক্ষণিক উপকৃত হওয়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি চাবি তাঁকে প্রদান করেন। তিনি ইবনু আবিদ দুনয়ার 'যাম্মুল মালাহী' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বিনষ্ট হয়ে যাওয়া একটি পৃষ্ঠা উদ্ধারের জন্য উক্ত লাইব্রেরীর প্রায় ১০ হাযার পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন।

দাওয়াত ও সমাজ সংস্কার :

শায়খ আলবানী হাদীছ শাস্ত্রে গবেষণায় নিরত হয়ে সমাজে প্রচলিত বোধ-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজের সাথে ইসলামের অবিমিশ্র ধারার যোজন যোজন পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসা শিরক-বিদ'আত ও তাকলীদ উৎসাদনের জন্য দাওয়াতী ময়দানে আবির্ভূত হন। তিনি তার পিতা, ভাই, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদেরকে আকীদা সংশোধন করা, মাযহাবী গোঁড়ামি পরিহার, যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন ও মৃত সুন্নাত পুনর্জীবিতকরণের দাওয়াত দিতে থাকেন।

তিনি প্রত্যেক মাসে এক সপ্তাহ (পরবর্তীতে মাসে ৩ দিন) দাওয়াতী সফরে সিরিয়ার হিমছ, হামাহ, ইদলিব, রাক্কা, সিলমিয়্যাহ, লাযেকিয়াহ প্রভৃতি শহরে-নগরে বেরিয়ে পড়তেন। এসব সফরের কারণে মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তারা শিরক-বিদ'আত পরিহার করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরতে থাকে। এতে বিদ'আতী, কবরপূজারী, ছূফী ও মুকাল্লিদদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা তাকে 'ওয়াহাবী' বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। এসব অপপ্রচার সত্ত্বেও দাওয়াতের ময়দান থেকে তিনি কখনো নিবৃত্ত হননি।

তিনি বেশ কিছু মৃত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল- খুতবাতুল হাজাহ-এর প্রচলন, ময়দানে ঈদের ছালাত আদায়, আকীকা ও নবজাতকের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুন্নাত, বিতর সহ এগারো রাক'আত তারাবীহ ছালাত, পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে ছালাতে দাঁড়ানো, সুতরা দেয়া প্রভৃতি।

দরস-তাদরীস :

১৯৪৫ সালের পূর্বেই তিনি দামেশকে সপ্তাহে দু'টি দরস প্রদান করা শুরু করেন। হাফেয ইবনুল কাইয়িমের 'যাদুল মা'আদ'-এর মাধ্যমে এ দরসের শুভ সূচনা হয়। আকীদা, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থের উপর এখানে দরস চলত। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে হিজরত করার পর সেখানেও প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব একটি করে দরস প্রদান করতেন। এসব দরসে ছাত্র, শিক্ষক ও ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত প্রচার-প্রসারে এর প্রভাব ছিল অনির্বচনীয়।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা :

ইলমে হাদীছে শায়খ আলবানীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর ও সঊদী গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ তাঁকে সেখানে শিক্ষকতার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৩৮১-১৩৮৩ হিজরী পর্যন্ত 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে সেখানে কর্মরত থাকেন। তাছাড়া ১৩৯৫-৯৮ হিজরীতে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

জেল-যুলুম :

শায়খ আলবানী দু'বার কারাগারে অন্তরীণ থাকেন। একবার ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময়। আর দ্বিতীয়বার ১৯৬৯ সালে ৬ মাস, দামেশকের যে কারাগারে ইমাম ইবনু

তায়মিয়াকে (৬৬১-৭২৮হিঃ) বন্দী রাখা হয়েছিল সেখানে। এ সময় তিন মাসে তিনি মুনযিরীকৃত সংক্ষিপ্ত ছহীহ মুসলিম তাহকীক করেন এবং টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়ার পর তিনিই প্রথম সেখানে জুম'আ কায়েম করেন বলে প্রবল জনশ্রুতি রয়েছে।

বাদশাহ ফয়ছাল পুরস্কার লাভ :

হাদীছ শাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শায়খ আলবানী ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ ফয়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

মৃত্যু ও দাফন :

১৪০০ হিজরীর ১লা রামাযানে তিনি স্বপরিবারে দামেশক থেকে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে হিজরত করেন। সেখানে নিজ বাসগৃহে তিনি ১৪২০ হিজরীর ২২ জুমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৯৯৯ সালের ২রা অক্টোবর শনিবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ঐদিনই বাদ এশা স্থানীয় একটি পুরাতন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মনীষীদের চোখে আলবানী :

১. সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৯১৩-১৯৯৯) বলেন, لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر في علم الحديث. 'আসমানের নিচে এই যুগে শায়খ নাছিরের চেয়ে ইলমে হাদীছে অধিক পণ্ডিত কাউকে আমি জানি না'।

২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৭-২০০১) বলেন, انه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية. 'হাদীছের রেওয়ায়াত ও দিরায়াতে তিনি ছিলেন বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী'।

৩. সুনানে নাসাঈর ব্যাখ্যাতা শায়খ মুহাম্মাদ আলী আদম (ইথিওপিয়া) বলেন, وله اليد الطولى في معرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا. 'হাদীছের ছহীহ-যঈফের অবগতির ব্যাপারে তাঁর গভীর মনীষা রয়েছে'।

৪. শায়খ যায়েদ বিন আব্দুল আযীয আল-ফাইয়ায বলেন, He had great concern for the Hadith- its paths of transmission, its reporters and its levels of authenticity or weakness.

রচনাবলী :

তাঁর রচিত ও তাহকীককৃত গ্রন্থের সংখ্যা সোয়া দুইশ'র বেশি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল- ১. সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহা (৭ খণ্ড) ২. সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ (১৪ খণ্ড) ৩. ইরওয়াউল গালীল (৮ খণ্ড) ৪. ছিফাতু ছালাতিন্নবী (ছাঃ) ৫. ছহীহ ও যঈফ তারগীব ওয়াত তারহীব (৩+২=৫ খণ্ড) ৬. ছহীহ ও যঈফুল জামে আছ-ছাগীর ৭. ছহীহ সুনানে আরবা'আ ও যঈফ সুনানে আরবা'আ ৮. তাহকীক মিশকাত (৩ খণ্ড) ৯. আহকামুল জানায়িয ১০. ছালাতুত তারাবীহ ১১. মু'জামুল হাদীছ আন-নববী (অপ্রকাশিত। ৪০ খণ্ড) ১২. ছহীহ সুনানে আবূ দাঊদ (৯ খণ্ডে বিস্ত ারিত তাখরীজ সহ) ১৩. কিয়ামু রামাযান।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
(مقدمة الطبعة الأولى)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

হামদ ও ছানার পর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ হিসেবে ছহীহ সনদে বর্ণিত আছে। অবশ্য এটি হুকুমগতভাবে মারফূ। তিনি (ইবনে মাসঊদ) বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ، وَيَرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ، يَجْرِيْ عَلَيْهَا النَّاسُ يَتَّخِذُوْنَهَا سُنَّةً، إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيْلَ : تُرِكَتِ السُّنَّةُ؟ قَالُوْا : وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ : إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ جُهَلاَؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ.

‘তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন ফিতনা (বিদ‘আত) তোমাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে যে, এই ফিতনার মধ্যেই তোমাদের বড়রা বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বড় হবে। মানুষ বিদ‘আতের উপরেই চলতে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা সেটাকেই সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করবে। যখন কোন বিদ‘আতকে ত্যাগ করা হবে তখন বলা হবে, সুন্নাহকে পরিত্যাগ করা হয়েছে? লোকেরা বলল, এটা কখন হবে? তিনি বললেন, (ক) যখন তোমাদের আলেমগণ মৃত্যুবরণ করবেন ও মূর্খদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। (খ) যখন সাধারণ আলেমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু জ্ঞানী আলেমের সংখ্যা কমে যাবে। (গ) যখন নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে। (ঘ) যখন আখেরাতের কাজের মাধ্যমে দুনিয়া তালাশ করা হবে এবং দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা হবে’।[১]

---

১. দারেমী হা/১৯০, ভূমিকা, ‘যুগের পরিবর্তন ও তার মধ্যে যা ঘটবে’ অনুচ্ছেদ-২২, দারেমী দু’টি সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যার একটি ছহীহ আর অন্যটি হাসান। হাকেম ৪/৫১৪-১৫, হা/৮৫৭০ ‘ফিতান ও মালাহিম’ অধ্যায়; ছহীহ তারগীব, হা/১১১।

আমার বক্তব্য হল, এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত ও তাঁর রিসালাতের সত্যতার নিদর্শন। কারণ বর্তমান যুগে এই হাদীছের প্রত্যেকটি অংশ সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল বিদ'আতের আধিক্য এবং তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হওয়া যে, শেষাবধি তারা বিদ'আতকেই সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং উহাকেই অনুসরণীয় ধর্মাচরণে পরিণত করেছে। যখন আহলুস সুন্নাহ (হাদীছের অনুসারীরা) প্রকৃত অর্থে বিদ'আত থেকে বিমুখ হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরে, তখন বলা হয়- সুন্নাহকে পরিত্যাগ করা হয়েছে!

আমরা আহলুস সুন্নাহগণ যখন সিরিয়ায় আমাদের সাধ্যানুযায়ী ধীর-স্থিরতা ও বিনয়-নম্রতা বজায় রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত বিভিন্ন মাসনূন দু'আর মাধ্যমে এগারো রাক'আত তারাবীহ ছালাত আদায়ের সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেছিলাম, তখন আমাদেরকেও অনুরূপ অপবাদ সইতে হয়েছিল। বিশ রাক'আত তারাবীহ ছালাত আদায়কারী অধিকাংশ মুছল্লী যেই সুন্নাতকে (ধীর-স্থিরতা ও বিনয়-নম্রতা) বিনষ্ট করেছিল। তদুপরি আমরা যখন 'ছালাতুত তারাবীহ' বইটি বের করলাম, তখন তারা রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ল। 'তাসদীদুল ইছাবাহ ইলা মান যা'আমা নুছরাতাল খুলাফা আর-রাশিদীন ওয়াছ ছাহাবা' (تسديد الإصابة إلى مَن زعم نــصرةَ الخلفاء الراشدين والصحابة) শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত এটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় পুস্তক। তাদের অন্তর্জ্বালার কারণ ছিল 'ছালাতুত তারাবীহ' গ্রন্থের নিম্নোক্ত গবেষণালব্ধ কথাগুলো-

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগারো রাক'আতের বেশি তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেননি।

২. উমার (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম আদ-দারীকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩. উমার (রাঃ)-এর যুগে মানুষেরা রামাযান মাসে ২০ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত আদায় করত- মর্মের বর্ণনাটি শায, দুর্বল এবং ঐ সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত, যারা এগারো রাক'আতের কথা বলেছেন এবং উমার (রাঃ)-ই এই আদেশ দিয়েছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন।

৪. যদি শায বর্ণনাটি ছহীহও হত, তবুও সংখ্যার ক্ষেত্রে সুন্নাহ্র অনুকূল হওয়ার কারণে ছহীহ বর্ণনাটিকে গ্রহণ করাই সর্বোত্তম গণ্য হত। তাছাড়া শায বর্ণনাটিতে একথার উল্লেখ নেই যে, উমার (রাঃ) বিশ রাক'আতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বরং মানুষেরা নিজেরা তা পড়েছিল। পক্ষান্তরে ছহীহ বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি এগারো রাক'আতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৫. যদি শায বর্ণনাটি ছহীহও হত, তাহলেও তার উপর আবশ্যিকভাবে আমল করা এবং ছহীহ সুন্নাহ্র অনুকূল বর্ণনার উপর আমল পরিত্যাগ করা আবশ্যক হত না। উপরন্তু ছহীহ হাদীছের প্রতি আমলকারীকে জামা'আত থেকে খারিজ হিসেবে গণ্য করা হত না। বরং তার আলোকে এতটুকু বলা যেতে পারত যে, বিশ রাক'আত জায়েয। তবে এটি অকাট্য যে, রাসূল (ছাঃ) যে আমলটি (১১ রাক'আত) নিরবচ্ছিন্নভাবে করেছিলেন তাই সর্বোত্তম।

৬. উক্ত গ্রন্থে আমরা ছাহাবায়ে কেরামের কোন একজনের পক্ষে থেকেও বিশ রাক'আত প্রমাণিত না হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

৭. যারা বিশ রাক'আতের উপর ইজমা হয়েছে বলে দাবী করেন, তাদের দাবির অসারতা বর্ণনা করেছি।

৮. উক্ত গ্রন্থে আমরা ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত রাক'আত সংখ্যাকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতার দলীল এবং যে সকল আলেম এগারো রাক'আতের বেশি পড়াকে নাকচ করেছেন তাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এছাড়া আরো অনেক উপকারী বিষয় উল্লেখ করেছি, যা একত্রে কোন একটি গ্রন্থে কদাচিৎ পাওয়া যাবে।

ছহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল ও নির্ভরযোগ্য আছার দ্বারা এগুলো বর্ণনা করার ফলে মুকাল্লিদ ওলামা-মাশায়েখের তরফ থেকে আমাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালানো হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ বক্তব্য ও দরসে আবার কেউ আমাদের পূর্বোল্লিখিত (ছালাতুত তারাবীহ) গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে পুস্তকাদি রচনা করে তাতে এ আক্রমণ চালিয়েছিল। সেগুলো উপকারী জ্ঞান ও সুস্পষ্ট দলীল শূন্য। বরং হক ও হকপন্থীদের উপর বাতিলপন্থীদের ক্রোধ প্রকাশের চিরায়ত রীতি অনুযায়ী এ সকল গ্রন্থ গালি-গালাজে ভর্তি। সে কারণে তাদের প্রত্যুত্তর প্রদান ও তাদের বক্তব্যের ত্রুটি বর্ণনায় আমাদের সময় নষ্ট করার কোন কার্যকর উপকারিতা আছে বলে আমরা মনে করি না। তাদের সংখ্যাধিক্যের

কারণে এ কাজে সময় ব্যয় করার চেয়ে আয়ু অনেক কম। আল্লাহ তাদের সকলকে হেদায়াত দান করুন!

আমাদের পূর্বোক্ত ‘ছালাতুত তারাবীহ’ গ্রন্থটি পদ্ধতিগত দিক থেকে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করেছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল তারাবীহ্‌র ছালাতের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছের দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধীদের জবাব প্রদান করা। অবশেষে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক তারাবীহ্‌র ছালাত আদায়ের সুন্নাত সিরিয়া, জর্ডান ও অন্যান্য মুসলিম দেশের অসংখ্য মসজিদে ছড়িয়ে পড়েছে। যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যার অনুগ্রহে সৎ আমল সমূহ পূর্ণতা লাভ করে।

উক্ত গ্রন্থটি (ছালাতুত তারাবীহ) ছাপানোর বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তা পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিলে আমি উহাকে নিখাদ ইলমী পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত করার চিন্তা করি। এতে আমি কারো প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত না হয়ে ‘তুমি তোমার বক্তব্য পেশ কর, অতঃপর চলে চাও’ (أَلْقِ كَلِمَتَـــكَ وَامْشِ) এ রীতি অবলম্বন করব। ‘ছালাতুত তারাবীহ’ গ্রন্থে যে সকল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ছিল সেগুলোর সারনির্যাস এতে সন্নিবেশিত করব এবং পরিপূর্ণ ফায়েদা হাছিলের জন্য অন্যান্য উপকারী আলোচনাও এতে যুক্ত করব। পূর্ববর্তী গ্রন্থটির ন্যায় এটির দ্বারাও মানুষের উপকার করার এবং আমাকে এর প্রতিদান প্রদান করার ব্যাপারে আল্লাহই দায়িত্বশীল। তিনিই তো উত্তম অভিভাবক। *(সংক্ষেপায়িত)*

তারাবীহ (قيام رمضان)

তারাবীহ্‌র ফযীলত

(فضل قيام ليالي رمضان)

এ ব্যাপারে দু’টি হাদীছ এসেছে। (১) প্রথমটি আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ، فَيَقُوْلُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জোরালোভাবে নির্দেশ না দিয়ে তারাবীহ্‌র ছালাতের ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, ‘যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল (ছাগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হয়’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপারটি এরূপই রয়ে গেল।[2] অতঃপর আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে এবং উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও এ নিয়ম চালু ছিল।[3]

(২) অন্যটি আমর বিন মুররাহ আল-জুহানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ‘কুযা‘আহ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

---

২. অর্থাৎ তারাবীহ্‌র জামা‘আত ত্যাগ করার উপরে (أي على ترك الجماعة في التراويح)।

৩. মুসলিম, হা/৭৫৯, ‘মুসাফিরদের ছালাত’ অধ্যায়-৬, ‘তারাবীহ্‌র ছালাতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা’ অনুচ্ছেদ-২৫; বুখারী, হা/২০০৯, ‘তারাবীহ্‌র ছালাত’ অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১; আবূ দাঊদ, হা/১৩৭১, ‘ছালাত’ অধ্যায়-২, ‘রামাযান মাসের রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩১৮; নাসাঈ, হা/২১৯৮, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়-২২, অনুচ্ছেদ-৩৮; ইরওয়াউল গালীল ৪/১৪, হা/৯০৬।

গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি এই মর্মে সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া (প্রকৃত) কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করি, তারাবীহ্র ছালাত আদায় করি ও যাকাত প্রদান করি, তাহলে আমার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? নবী (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি এর উপরে মৃত্যুবরণ করবে, সে সত্যবাদী ও শহীদদের মধ্যে গণ্য হবে'।[৪]

লায়লাতুল কদর ও উহার দিনক্ষণ

(ليلة القدر وتحديدها)

রামাযান মাসের রাত্রিগুলোর মধ্যে 'লায়লাতুল কদর' (মহিমান্বিত রজনী) হল সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ[ثُمَّ وُفِّقَتْ لَهُ]، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه. 'যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ছালাতে রত থাকবে, [অতঃপর ঐ রাত্রি তার অনুকূলে হবে] তার বিগত সকল (ছাগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হবে'।[৫]

---

৪. ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২১২, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪৪; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৩৮, 'রামাযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ। সনদ ছহীহ। দ্রঃ ইবনু খুযায়মার উপর আমার (আলবানী) টীকা ৩/৩৪০; ছহীহ তারগীব ১/৪১৯, হা/৭৪৯।

৫. বুখারী, হা/২০১৪, 'লায়লাতুল কদরের ফযীলত' অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-১; মুসলিম, হা/৭৬০, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-২৫। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যরা আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে এবং আহমাদ (৫/৩১৮, হা/২২৭৬৫) উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত অতিরিক্ত অংশটি আহমাদ ও মুসলিমের (হা/৭৬০)।

সতর্কীকরণ : মুনযিরী, ইবনু হাজার আসক্বালানী ও অন্যদের বিশুদ্ধতা নিরূপণের উপর নির্ভরশীল হয়ে (এ গ্রন্থের) প্রথম সংস্করণে হাদীছটির শেষাংশে وَمَا تَأَخَّرَ (এবং পরবর্তী সকল ছাগীরা গুনাহ) শব্দটি উল্লেখ করেছিলাম। অতঃপর হাদীছটির সূত্রসমূহ এবং আবূ হুরায়রা ও উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো ব্যাপক অনুসন্ধান করা আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দেন। আমি ব্যতীত অন্য কাউকে এতো অনুসন্ধান করতে দেখিনি। অতঃপর আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে যে, ঐ অতিরিক্ত শব্দটি আবূ হুরায়রা থেকে শায বা দুর্বল এবং উবাদাহ থেকে মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। যিনি এটিকে হাসান এবং ঐটিকে ছহীহ বলেছেন তিনি বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান না চালিয়ে (শুধু) সনদের বর্ণনাকারীদের বাহ্যিক অবস্থা অবগত হওয়ার কারণে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। সুদীর্ঘ গবেষণায় আমরা তা প্রমাণ করেছি এবং 'সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা'র ৫০৮৩ নম্বর হাদীছে তা সংকলন করেছি। এজন্য 'ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব' (হা/৯৯২) গ্রন্থে আমি যখন আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীছটি এনেছি, তখন এই অতিরিক্ত অংশটুকু উল্লেখ করিনি এবং উহার সাথে

সর্বাগ্রগণ্য মত অনুযায়ী ২৭শে রামাযানের রাত্রিই লায়লাতুল কদর।[৬] অধিকাংশ হাদীছ এ ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে যির বিন হুবাইশের হাদীছ অন্যতম। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ- وَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ : مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- فَقَالَ أُبَيٌّ : رَحِمَهُ اللهُ، أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِيْ رَمَضَانَ- يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِيْ- وَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উবাদাহ বিন ছামিতের হাদীছটিও উল্লেখ করিনি। যা মূল ‘তারগীব’ গ্রন্থের বিপরীত। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

৬. **(ক)** আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করো। তোমাদের কেউ যদি দুর্বল অথবা অপারগ হয়ে পড়ে, তবে সে যেন শেষের সাত রাতে অলসতা না করে’ (মুসলিম, হা/১১৬৫, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২১৮৩, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১৯)।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করো’ (বুখারী, হা/২০১৭, ‘লায়লাতুল কদরের ফযীলত’ অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত, হা/২০৮৩, ‘ছওম’ অধ্যায়)।

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করো। লায়লাতুল কদর মাসের নয় দিন বাকী থাকতে (অর্থাৎ ২১শের রাত্রি), সাত দিন বাকী থাকতে (অর্থাৎ ২৩শের রাত্রি), পাঁচ দিন বাকী থাকতে (অর্থাৎ ২৫শের রাত্রি)’ (বুখারী, হা/২০২১, ‘লায়লাতুল কদরের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩)। মুসলিম শরীফে ২১ ও ২৩ রামাযানের কথা এসেছে (মুসলিম, হা/১১৬৭ ও ১১৬৮, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হা/২০৮১ ও ২০৮৭, ‘লায়লাতুল কদর’ অনুচ্ছেদ)।

(ঘ) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হলেন। (তখন তিনি দেখলেন যে,) দু’জন ব্যক্তি এ বিষয়ে ঝগড়া করছে। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কদরের রাত্রি সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের সাথে দেখা হয়ে গেল। ফলে সেটা আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হল (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণের কথাটা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হল)। সম্ভবতঃ এটা তোমাদের জন্য ভাল হল। অতএব তোমরা এটা অনুসন্ধান কর ২৯, ২৭ ও ২৫ শের রাতে’ (বুখারী হা/২০২৩; মিশকাত হা/২০৯৫ ‘ছওম’ অধ্যায়)।

লায়লাতুল কদরে এ দু‘আটি পড়তে হয়-

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ. **উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা‘ফু আন্নী।* **অনুবাদ :** ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল! তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করো’ (ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৫০, ‘দু‘আ’ অধ্যায়-৩৪, অনুচ্ছেদ-৫; তিরমিযী, হা/৩৫১৩, ‘দু‘আ’ অধ্যায়-৪৫, অনুচ্ছেদ-৮৫; মিশকাত, হা/২০৯১, ‘ছওম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮)।-অনুবাদক

بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيْحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِيْ صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا.

‘আমি উবাই বিন কা‘ব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তাকে বলা হল, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর রাত্রির ছালাত আদায় করবে, সে লায়লাতুল কদর পাবে। একথা শুনে উবাই (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন! তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ যেন উহার উপর ভরসা করে বসে না থাকে। যিনি ছাড়া (প্রকৃত) কোন উপাস্য নেই সেই সত্তার কসম, উহা রামাযান মাসেই (লুক্কায়িত রয়েছে)। (এ কথা বলার সময়) তিনি ইনশাআল্লাহ না বলে শপথ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র কসম! সেটি কোন রাত? আমি অবশ্যই তা জানি। সেটি ঐ রাত, যে রাতে ছালাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। উহা ২৭শে রামাযানের রাত্রি। আর উহার নিদর্শন হল, ঐ রাত শেষে সকালে সূর্য এমন পরিষ্কারভাবে উঠবে যে, তার কোন কিরণ থাকবে না’।

অন্য একটি বর্ণনায় এটিকে তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৭]

জামা‘আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায়ের বৈধতা

(مشروعية الجماعة في القيام)

তারাবীহ্র ছালাত জামা‘আতে আদায় করা শরী‘আতসম্মত। বরং একাকী আদায়ের চেয়ে উহা জামা‘আতে আদায় করা উত্তম। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে তারাবীহ্র জামা‘আত কায়েম করেছেন এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা উহার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন,

صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ : يَا

৭. মুসলিম, হা/৭৬২, ‘মুসাফিরদের ছালাত’ অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-২৫; ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; আবূ দাঊদ, হা/১৩৭৮, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১৯; ছহীহ আবূ দাঊদ (বিস্তারিত তাখরীজ সহ), হা/১২৪৭; মিশকাত, হা/২০৮৮ ‘ছওম’ অধ্যায়, ‘লায়লাতুল কদর’ অনুচ্ছেদ-৮।

رَسُوْلَ اللهِ! لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيْنَا أَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُوْرُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে রামাযানের ছিয়াম (রোযা) রাখলাম। তিনি প্রায় পুরা মাসটাই আমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করেননি। শেষ পর্যন্ত যখন মাত্র সাত দিন অবশিষ্ট থাকল, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে ছালাতে দাঁড়ালেন এমনকি রাতের এক-তৃতীয়াংশ ছালাতে অতিবাহিত হল। অতঃপর ষষ্ঠ রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে ছালাতে দাঁড়ালেন না। তারপর পঞ্চম রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে ছালাতে দাঁড়ালেন এবং অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি এ রাত্রির ছালাতকে আমাদের জন্য নফল করে দিতেন (তাহলে কতইনা ভাল হত!)। তিনি বললেন, 'কোন ব্যক্তি যখন ইমাম ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে ছালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য পুরা রাতটাই ছালাত আদায় করা হিসেবে গণ্য হবে (অর্থাৎ পুরা রাত ছালাত আদায়ের নেকী তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে)।

বর্ণনাকারী বলেন, আবার যখন চতুর্থ রাত হল, তিনি ছালাত আদায় করলেন না। অতঃপর যখন তৃতীয় রাত[৮] হল, তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন, স্ত্রীগণ ও অন্যান্য লোকদেরকে একত্রিত করে আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ছালাত আদায় করলেন যে, আমরা 'ফালাহ' ছুটে যাওয়ার আশংকা করলাম। জুবাইর বিন নুফাইর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কি? তিনি (আবূ যার) বললেন, সাহারী। অতঃপর মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে ছালাতে দাঁড়াননি'।[৯]

---

৮. অর্থাৎ ২৭শের রাত্রি। সর্বাগ্রগণ্য মত অনুযায়ী এটিই লায়লাতুল কদর। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এজন্যই এ রাত্রিতে নবী (ছাঃ) তাঁর পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীদেরকে একত্রিত করেছিলেন। এতে এই রাত্রিতে মহিলাদের উপস্থিতি মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

৯. আবূ দাঊদ, হা/১৩৭৫, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযান মাসের কিয়াম' অনুচ্ছেদ-৩১৮; তিরমিযী, হা/৮০৬, 'ছওম' অধ্যায়-৬, 'রামাযান মাসের কিয়াম' অনুচ্ছেদ-৮১; ইবনু মাজাহ, হা/১৩২৭, 'ছালাত প্রতিষ্ঠা করা' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১৭৩; নাসাঈ, হা/১৬০৫, 'রাত ও দিনের নফল ছালাত' অধ্যায়-২০, 'রামাযান মাসের কিয়াম' অনুচ্ছেদ-৪; ইরওয়াউল গালীল, হা/৪৪৭; হাদীছ ছহীহ।

রামাযানে নবী (ছাঃ) কর্তৃক তারাবীহ্‌র জামা'আত অব্যাহত না রাখার কারণ

(السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه)

রামাযান মাসে ছাহাবীদের উপরে তারাবীহ্‌র ছালাত ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে নিয়ে জামা'আতে তারাবীহ আদায় করেননি। (কারণ যদি ফরয হয়েই যেত) তাহলে তারা তা পালন করতে পারত না। যেমনটি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে।[১০] আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের পূর্ণতা দানের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাধ্যমে এই আশংকা দূরীভূত হয়ে গেছে। এর ফলে তারাবীহ্‌র জামা'আত পরিত্যাগের কারণও দূর হয়ে গেছে এবং পূর্ববর্তী হুকুম তথা জামা'আতে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় শরী'আতসম্মত হওয়া বহাল রয়েছে। এজন্যই উমার (রাঃ) তারাবীহ্‌র জামা'আতকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। যেমনটি ছহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।[১১]

মহিলাদের জন্য তারাবীহ্‌র জামা'আতের বৈধতা

(مشروعية الجماعة للنساء)

তারাবীহ্‌র জামা'আতে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া শরী'আতসম্মত। যেমনটি পূর্বোল্লিখিত আবূ যার (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে। এমনকি পুরুষদের ইমাম ব্যতীত তাদের জন্য নির্দিষ্ট ইমাম নিযুক্ত করাও জায়েয। প্রমাণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) যখন তারাবীহ্‌র জামা'আতে লোকদেরকে একত্রিত করেছিলেন, তখন পুরুষদের জন্য উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এবং মহিলাদের জন্য সুলায়মান বিন আবী হাছমাকে (حَثْمَة) ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন।[১২]

---

১০. বুখারী, হা/২০১২, 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১; মুসলিম, হা/৭৬১, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-২৫; আবূ দাঊদ, হা/১৩৭৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযান মাসের কিয়াম' অনুচ্ছেদ-৩১৮; নাসাঈ, হা/১৬০৪, অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-৪; আহমাদ, হা/২৫৪০১।

১১. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৩৭৮, 'তারাবীহ্‌র বর্ণনা' অনুচ্ছেদ-২; বুখারী, হা/২০১০, 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১।

১২. বায়হাকী ২/৪৯৪, হা/৪৬০৫, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযান মাসের কিয়াম' অনুচ্ছেদ-৫৮৫; ইবনু নাছর, কিয়ামু রামাযান, পৃঃ ৯৩।

আরফাজাহ আছ-ছাকাফী (عرفجة الثقفي) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا، قَالَ عَرْفَجَةُ: فَكُنْتُ أَنَا إِمَامَ النِّسَاءِ. 'আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) রামাযান মাসে তারাবীহ্র ছালাত আদায়ের জন্য মানুষদেরকে নির্দেশ দিতেন এবং পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মহিলাদের জন্য একজন ইমাম নির্ধারণ করতেন। আরফাজাহ বলেন, আমিই মহিলাদের ইমাম ছিলাম'।[১৩]

মসজিদ প্রশস্ত হলে মহিলাদের জন্য পৃথক ইমাম নিযুক্ত করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। যাতে এক ইমাম আরেক ইমামের কিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা (عدد ركعات القيام)

তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা এগারো । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণকল্পে এর চেয়ে বেশি না পড়াকে আমরা পছন্দ করি। কারণ মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি করেননি। আয়েশা (রাঃ) রামাযান মাসে তাঁর (ছাঃ) ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলে তিনি বলেছিলেন, مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا. 'রামাযান ও রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগারো রাক'আতের বেশি ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি চার রাক'আত আদায় করতেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। এরপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন'।[১৪]

---

১৩. বায়হাকী ২/৪৯৪, হা/৪৬০৬, 'রামাযান মাসের কিয়াম' অনুচ্ছেদ; মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৪/২৫৮, হা/৮৭২২; কিয়ামু রামাযান, পৃঃ ৯৩। আমরা যা উল্লেখ করেছি সে বিষয়ে ইবনু নাছর উক্ত দু'টি আছার দ্বারাই দলীল পেশ করেছেন। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯৫।

১৪. বুখারী, হা/২০১৩, 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মুসলিম, হা/৭৩৮, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৭; আবূ দাউদ, হা/১৩৪১, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১৬; তিরমিযী, হা/৪৩৯, 'নবী (ছাঃ)-এর রাতের ছালাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ-২১৩;

মুছল্লী এগারো রাক‘আত থেকে কমাতে পারে। এমনকি যদি সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মের দলীল দ্বারা শুধুমাত্র এক রাক‘আত বিতর পড়ে ক্ষান্ত হয় তবুও।

কর্মের দলীল হল : আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ؟ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয় রাক‘আত বিতর পড়তেন? তিনি বলেছিলেন, كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ. ‘তিনি সাত রাক‘আত[১৫], নয় রাক‘আত, এগারো রাক‘আত ও তের রাক‘আত বিতর পড়তেন। তিনি সাত রাক‘আতের কম এবং তের রাক‘আতের বেশি বিতর পড়তেন না’।[১৬]

আর তাঁর (ছাঃ) কথার দলীল হল- اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. ‘বিতর পড়া কর্তব্য। যে চায় সে পাঁচ রাক‘আত বিতর পড়ুক। যে চায় সে তিন রাক‘আত বিতর পড়ুক। আর যে চায় সে এক রাক‘আত পড়ুক’।[১৭]

নাসাঈ, হা/১৬৯৭, ‘রাত্রির ছালাত ও দিনের নফল ছালাত’ অধ্যায়-২০, ‘তিন রাক‘আত বিতর পড়ার পদ্ধতি’ অনুচ্ছেদ-৩৬।

১৫. আমার (আলবানী) মতে, তন্মধ্যে দুই রাক‘আত হল এশার ফরয ছালাত পরবর্তী সুন্নাত অথবা হালকাভাবে আদায়কৃত ঐ দুই রাক‘আত, যার মাধ্যমে নবী (ছাঃ) রাত্রির ছালাত শুরু করতেন। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৯-২০)।

১৬. আবূ দাউদ, হা/১৩৬২, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩১৬; আহমাদ, হা/২৫২০০ প্রভৃতি। হাদীছটির সনদ ‘জাইয়িদ’ বা উত্তম। ইরাকী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৯৮-৯৯।

১৭. তাহাবী, হা/১৬০৩ ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ; হাকেম, হা/১১২৮ ‘বিতর’ অধ্যায়, দারাকুতনী, হা/১৬৬০; বায়হাকী, হা/৪৭৭৬ ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৪১। হাদীছটির সনদ ছহীহ। যেমনটি একদল ইমাম বলেছেন। এর একটি সমর্থক হাদীছ (لَا تُوْتِرْ بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوْا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِاِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) ‘মাগরিবের ন্যায় তিন রাক‘আত বিতর আদায় কর না। বরং তোমরা পাঁচ, সাত, নয় বা এগারো রাক‘আত বা তার বেশি বিতর আদায় করো’ রয়েছে, যার অতিরিক্ত অংশটুকু (أَو

রাতের ছালাতের কিরাআত (القراءة في القيام)

রাতের ছালাত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদে কিরাআতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন কোন সীমা নির্ধারণ করে দেননি, কম বা বেশি করার মাধ্যমে যা অতিক্রম করা যাবে না। বরং হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার দিক থেকে রাতের ছালাতে তাঁর কিরাআতের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হত। তিনি কখনো কখনো প্রত্যেক রাক'আতে সূরা মুয্যাম্মিল পরিমাণ পড়তেন,[১৮] যার আয়াত সংখ্যা কুড়ি। আয়াত আবার কখনো পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন।[১৯] তিনি বলতেন, مَنْ صَلَّى فِيْ لَيْلَةٍ بِمِئَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. 'যে ব্যক্তি এক রাতে একশ আয়াত পড়ার মাধ্যমে ছালাত আদায় করবে, গাফিলদের (উদাসীন) মধ্যে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হবে না'।[২০]

অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, مَنْ صَلَّى فِيْ لَيْلَةٍ بِمِئَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ. 'যে ব্যক্তি এক রাতে দুইশত আয়াত পড়ার মাধ্যমে ছালাত আদায় করবে, একনিষ্ঠ ও অনুগতদের মধ্যে তার নাম লিখা হবে'।[২১]

তিনি (ছাঃ) অসুস্থ অবস্থায় এক রাতে সাতটি দীর্ঘ সূরা (السبع الطوال) পড়েছিলেন। সূরাগুলো হল বাকারাহ, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা, আন'আম, আ'রাফ ও তওবা।[২২]

(أكثر من ذلك) মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। যেমনটি আমি ছালাতুত তারাবীহ (পৃঃ ৯৯-১০০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

১৮. আবূ দাঊদ, 'ছালাত' অধ্যায়, হা/১৩৬৫, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১৬; আহমাদ, হা/৩৪৫৯, সনদ ছহীহ।

১৯. তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১২৬৭৯; মাজমাঊয যাওয়ায়েদ হা/৩৬৫৬। দ্রঃ আছলু ছিফাতি ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৫২৯।

২০. দারেমী, হা/৩৩২২ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, 'যে একশ আয়াত পড়ে' অনুচ্ছেদ-২৮; হাকেম, হা/১১৬১, 'নফল ছালাত' অধ্যায়। হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁকে সমর্থন করেছেন। দ্রঃ ছিফাতু ছালাতিন নাবী (রিয়াদ), পৃঃ ১২০।

২১. দারেমী, হা/৩৩৩০, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, 'যে দুইশ আয়াত পড়ে' অনুচ্ছেদ-২৯; হাকেম, হা/১১৬১, 'নফল ছালাত' অধ্যায়। হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁকে সমর্থন করেছেন। দ্রঃ ছিফাত, পৃঃ ১২০।

২২. আবূ ইয়া'লা, হা/৩৪৪৪; হাকেম, হা/১১৫৭, 'নফল ছালাত' অধ্যায়। হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁকে সমর্থন করেছেন। দ্রঃ ছিফাত, পৃঃ ১১৮। [পূর্বে 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী' গ্রন্থে এ হাদীছটিকে শায়খ আলবানী ছহীহ বললেও সর্বশেষ তাহকীকে তিনি

নবী (ছাঃ)-এর পিছনে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর ছালাত আদায়ের কাহিনীতে রয়েছে যে, তিনি (ছাঃ) এক রাক'আতে সূরা বাকারাহ অতঃপর সূরা নিসা অতঃপর সূরা আলে ইমরান পড়েছিলেন। তিনি সূরাগুলো ধীরে-সুস্থে পড়ছিলেন।[২৩]

সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) যখন রামাযানে উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-কে লোকদের জন্য এগারো রাক'আত তারাবীহ্‌র ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি (রাঃ) একশত আয়াত বিশিষ্ট সূরা পাঠ করতেন। এমনকি যারা তার পিছনে ছালাত আদায় করতো তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে (ক্লান্ত হয়ে) লাঠির উপর ভর দিত। আর তারা ফজরের প্রাক্কালে বাড়ি ফিরত।[২৪]

উমার (রাঃ) থেকে এটিও ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি রামাযান মাসে কারীদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে দ্রুত পড়তে সক্ষম ব্যক্তিকে ত্রিশ আয়াত, মধ্যমগতিতে পড়তে সক্ষম ব্যক্তিকে পঁচিশ আয়াত এবং ধীর গতিসম্পন্নকে বিশ আয়াত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৫]

এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যদি মুছল্লী একাকী ছালাত আদায় করে তাহলে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কিরাআত দীর্ঘ করবে। অনুরূপভাবে তার দীর্ঘ কিরাআতে সঙ্গ প্রদানকারী ব্যক্তিগণ যদি থাকে তখনও। সে যতই কিরাআত দীর্ঘ করবে ততই ভাল। তবে কদাচিৎ ছাড়া এমন অতিরিক্ত দীর্ঘ করবে না যে, প্রায় সমস্ত রাত্রিই জাগবে। নবী (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অনুসরণার্থে এমনটি করবে। তিনি বলেন, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াতই সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াত'।[২৬]

এটিকে যঈফ বলেছেন। দ্রঃ সিলসিলা যঈফা, হা/৩৯৯৫; তারাজুউল আল্লামা আলবানী, ১/২৫]-অনুবাদক

২৩. মুসলিম, হা/৭৭২, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাতে কিরাআত দীর্ঘ করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ-২৭; নাসাঈ, হা/১৬৬৪, 'রাত ও দিনের নফল ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪।

২৪. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৩৭৯, 'তারাবীহ্‌র বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

২৫. মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক, ৪/২৬১, হা/৭৭৩২ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'কিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ; বায়হাকী ২/৪৯৭, হা/৪৬২৪, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৯০।

২৬. মুসলিম, হা/৮৬৭, 'জুম'আ' অধ্যায়-৭, 'জুম'আর ছালাত ও খুতবা হালকা করা' অনুচ্ছেদ-১৩; নাসাঈ, হা/১৫৭৮, 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-২২; ইবনু মাজাহ, হা/৪৫, 'বিদ'আত ও বিতর্ক থেকে দূরে থাকা' অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/১৪১, ইরওয়াউল গালীল, হা/৬০৮।

আর যখন ইমামতি করবে তখন ঐ পরিমাণ কিরাআত দীর্ঘ করবে, যা মুক্তাদীদের জন্য কষ্টকর হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيْهِمُ [الصَّغِيْرَ] وَالْكَبِيْرَ وَفِيْهِمُ الضَّعِيْفَ، [وَالْمَرِيْضَ]، [وَذَا الْحَاجَةِ]، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ.

'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে ইমামতি করবে, তখন সে যেন ছালাতকে হালকা করে পড়ে। কেননা তাদের (মুছল্লীদের) মধ্যে [ছোট], বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল, [রোগী] ও [ব্যস্ত লোক] রয়েছে। আর যখন সে একাকী ছালাত আদায় করবে, তখন সে যেন তার ইচ্ছানুযায়ী ছালাতকে দীর্ঘ করে'।[২৭]

রাতের ছালাতের সময় (وقت القيام)

এশার ছালাতের পর থেকে ফজর পর্যন্ত রাতের ছালাতের সময়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ. 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি ছালাতকে বৃদ্ধি করেছেন। তা হল বিতর।[২৮] অতএব তোমরা এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে উহা আদায় করো'।[২৯]

তবে সম্ভব হলে শেষ রাতে রাত্রির ছালাত আদায় করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ. 'শেষ রাতে (ঘুম থেকে) জাগতে না পারার কেউ আশংকা করলে সে যেন রাতের প্রথম অংশেই বিতর পড়ে নেয়। আর যে শেষ রাতে জাগতে আগ্রহী, সে যেন শেষ রাত্রিতেই বিতর পড়ে। কেননা শেষ রাত্রির ছালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটাই সর্বোত্তম'।[৩০]

---

২৭. বুখারী, হা/৭০৩, 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৬২; মুসলিম, হা/৪৬৭, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; আবূদাঊদ, হা/৭৯৫-৯৬, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'ছালাত হালকা করা' অনুচ্ছেদ-১২৮। হাদীছের শব্দ ও অতিরিক্ত অংশগুলো মুসলিমের। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, হা/৫১২।

২৮. সমগ্র রাত্রির ছালাতকে বিতর বলা হয়। কারণ উহার রাক'আত সংখ্যা বেজোড়।

২৯. আহমাদ, হা/২৩৯০২, তাবারানী, হা/২১৬৭; তাহাবী, হা/৩৮৫৩, আবূ বাছরা (بَصْرَة) থেকে। দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা, হা/১০৮; ইরওয়াউল গালীল ২/১৫৮।

৩০. মুসলিম, হা/৭৫৫, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১; ইবনু মাজাহ, হা/১১৮৭, 'ছালাত প্রতিষ্ঠা করা' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১২১; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬১০।

প্রথম রাতে জামা‘আতের সাথে এবং শেষ রাতে একাকী আদায়ের মাঝখানে যখন রাতের ছালাত আবর্তিত হবে, তখন তা জামা‘আতে আদায় করাই হবে সর্বোত্তম। কারণ জামা‘আতে রাতের ছালাত আদায়কারীর জন্য একটি পূর্ণ রাত ছালাত আদায় করা হিসেবে গণ্য করা হয় (অর্থাৎ পুরা রাত ছালাত আদায়ের নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়)। যেমনটি পূর্বে মারফূ সূত্রে নবী (ছাঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

এর ওপর ভিত্তি করেই উমার (রাঃ)-এর যুগে ছাহাবীদের আমল জারী ছিল। আব্দুর রহমান বিন আব্দুল কারী বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِيْ رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِيْ يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِيْ يَقُوْمُوْنَ- يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ- وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ-

‘আমি রামাযানের এক রাতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীর দিকে বের হলাম। তখন লোকেরা খণ্ড খণ্ড জামা‘আতে বিভক্ত ছিল। কেউ একাকী ছালাত আদায় করছিল আর কারো পিছনে একদল লোক ছালাত আদায় করছিল। উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, ভাবছি এই লোকদেরকে আমি যদি একজন ইমামের পিছনে একত্রিত করতে পারি, তবে সেটা উত্তম হবে। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তাদেরকে উবাই বিন কা‘ব (রাঃ)-এর পিছনে একত্রিত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আর এক রাত্রে আমি তাঁর (উমার) সাথে বের হলাম। তখন লোকজন তাদের ইমামের সাথে (জামা‘আতে) ছালাত আদায় করছিল। (এ দৃশ্য দেখে) উমার (রাঃ) বললেন, কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তারা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাকে তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম, যে অংশে তারা

ছালাত আদায় করে। এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন। কেননা তখন লোকজন রাতের প্রথমভাগে (তারাবীহ) ছালাত আদায় করত'।[৩১]

যায়েদ বিন ওয়াহাব বলেন, كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّيْ بِنَا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلٍ. 'আব্দুল্লাহ রামাযান মাসে আমাদেরকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন, অতঃপর রাতে বাড়ি ফিরতেন'।[৩২]

রাতের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সমূহ
(الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل)

এ ব্যাপারে আমি 'ছালাতুত তারাবীহ' (পৃঃ ১০১-১১৫) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পাঠকের জন্য সহজকরণার্থে ও তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আমি এখানে উহার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করছি :

প্রথম পদ্ধতি : ১৩ রাক'আত। হালকাভাবে দু'রাক'আত পড়ে এর সূচনা করবে। সর্বাগ্রগণ্য মত অনুযায়ী এ দুই রাক'আত হল এশার ফরয ছালাত পরবর্তী দুই রাক'আত সুন্নাত অথবা ঐ নির্দিষ্ট দু'রাক'আত ছালাত, যার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাত শুরু করতেন। যেমনটি গত হয়েছে। অতঃপর অত্যন্ত দীর্ঘ দু'রাক'আত আদায় করবে। অতঃপর এর চেয়ে কম দীর্ঘ দু'রাক'আত পড়বে। অতঃপর পূর্বের চেয়ে কম দীর্ঘ দু'রাক'আত পড়বে। অতঃপর তদপেক্ষা কম দীর্ঘ দু'রাক'আত পড়বে। অতঃপর এর চেয়ে কম দীর্ঘ দু'রাক'আত পড়বে। অতঃপর এক রাক'আত বিতর পড়বে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ১৩ রাক'আত পড়বে। তন্মধ্যে দুই দুই করে আট রাক'আত পড়বে এবং প্রত্যেক দুই রাক'আত পর সালাম ফিরাবে। অতঃপর পাঁচ রাক'আত বিতর পড়বে। শুধুমাত্র পঞ্চম রাক'আতে বসবে এবং সালাম ফিরাবে।

---

৩১. বুখারী, হা/২০১০, 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৩৭৮, 'তারাবীহ্‌র বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

৩২. মুছান্নাফ আব্দুর রায্‌যাক, হা/৭৭৪১, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'কিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, يُؤَخَّرُ الْقِيَامُ- يَعْنِي التَّرَاوِيْحَ- إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ؟ 'তারাবীহ্‌র ছালাতকে কি শেষ রাত্রি পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে'? তখন তিনি এটি ও তার পূর্ববর্তী আছারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, لَا، سُنَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ 'না। মুসলমানদের সুন্নাতই (প্রথম রাতে তারাবীহ পড়া) আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়' (ইমাম আবূ দাঊদ, মাসায়িল, পৃঃ ৬২)।

তৃতীয় পদ্ধতি : ১১ রাক'আত। প্রত্যেক দুই রাক'আতের মাঝখানে সালাম ফিরাবে এবং এক রাক'আত বিতর পড়বে।

চতুর্থ পদ্ধতি : ১১ রাক'আত। এর মধ্যে প্রথম চার রাক'আত এক সালামে অতঃপর পরের চার রাক'আত আরেক সালামে পড়বে। অতঃপর তিন রাক'আত বিতর পড়বে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই চার ও তিন রাক'আতের দুই রাক'আতের মাঝখানে কি বসতেন? এ ব্যাপারে আমরা কোন সন্তোষজনক জবাব পাই না। তবে তিন রাক'আত বিতর ছালাতে দুই রাক'আত পর বসা শরী'আতসম্মত নয়।

পঞ্চম পদ্ধতি : ১১ রাক'আত পড়বে। এর মধ্যে একটানা আট রাক'আত আদায় করে ৮ম রাক'আতে বসবে এবং তাশাহ্হুদ ও নবী (ছাঃ)-এর দরূদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর এক রাক'আত বিতর পড়ে সালাম ফিরাবে। এই হল নয় রাক'আত। অতঃপর বসে দুই রাক'আত আদায় করবে।

ষষ্ঠ পদ্ধতি : ৯ রাক'আত পড়বে। তন্মধ্যে ছয় রাক'আত একটানা পড়ে ষষ্ঠ রাক'আতে বসবে অতঃপর তাশাহ্হুদ ও নবী (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়ে পূর্বের মতো সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর এক রাক'আত বিতর পড়ে সালাম ফিরাবে। এই হল সাত রাক'আত। অতঃপর বসে দুই রাক'আত পড়বে।

এই পদ্ধতিগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সুস্পষ্ট নছ বা দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত পদ্ধতিগুলোর উপর আরো অন্যান্য প্রকার এভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক প্রকার থেকে ইচ্ছামতো রাক'আত সংখ্যা কমিয়ে এক রাক'আত বিতরে সীমাবদ্ধ করবে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমল করণার্থে। তিনি বলেন, 'যে চায় সে পাঁচ রাক'আত বিতর পড়ুক, যে চায় সে তিন রাক'আত বিতর পড়ুক এবং যে চায় সে এক রাক'আত বিতর পড়ুক'।[৩৩]

এই পাঁচ ও তিন রাক'আত বিতর চাইলে এক বৈঠকে ও এক সালামে আদায় করবে। যেমনটি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। আর চাইলে প্রত্যেক দুই রাক'আত পর সালাম ফিরাবে। যেমনটি তৃতীয় ও অন্যান্য পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই সর্বোত্তম।[৩৪]

---

৩৩. তাহাবী, হা/১৬০৩; হাকেম, হা/১১২৮; দারাকুতনী, হা/১৬৬০; বায়হাকী, হা/৪৭৭৬।

৩৪. **একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা :** ইবনু খুযায়মা তাঁর 'ছহীহ' গ্রন্থে (২/১৯৪, হা/১১৬৮, 'ছালাত' অধ্যায়) উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর কোন একটিতে আয়েশা (রাঃ) ও অন্যদের বর্ণিত হাদীছ

পক্ষান্তরে পাঁচ ও তিন রাক'আত বিতর ছালাতের প্রত্যেক দুই রাক'আত অন্তর বসা ও সালাম না ফিরানোর বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) থেকে আমরা প্রমাণিত পাইনি। তবে মূল বিষয়টি জায়েয। কিন্তু যখন নবী (ছাঃ) মাগরিবের ন্যায় তিন রাক'আত বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, وَلَا تُشَبِّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ 'তোমরা বিতর ছালাতকে মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করো না'[৩৫], তখন যে ব্যক্তি তিন রাক'আত বিতর পড়বে তাকে অবশ্যই এই সাদৃশ্য থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর এটি দু'ভাবে হতে পারে :

১. জোড় ও বেজোড়ের মাঝখানে সালাম ফিরানো। এটাই অধিক শক্তিশালী ও সর্বোত্তম।

২. জোড় ও বেজোড়ের মাঝখানে না বসা । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তিন রাক'আত বিতরের কিরাআত (القراءة في ثلاث الوتر)

তিন রাক'আত বিতরের প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পড়া সুন্নাত।[৩৬] কখনো কখনো এর সাথে সূরা ফালাক ও নাস যোগ করবে।[৩৭]

উদ্ধৃত করার পর বলেন, فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ عَدَدٍ أَحَبَّ مِنَ الصَّلَاةِ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ، وَعَلَى الصِّفَةِ الَّتِيْ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّاهَا، لَا حَظْرَ عَلَى أَحَدٍ فِيْ شَيْءٍ مِنْهَا. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে যত রাক'আত রাতের ছালাত আদায় করা ও যেভাবে আদায় করা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে যে সংখ্যাটা পছন্দনীয় তা মানুষের জন্য পড়া জায়েয। উহার যেকোন সংখ্যা আদায় করা কারো জন্য নিষেধ নেই'।

(আলবানী বলেন) আমার বক্তব্য হল, রাসূল (ছাঃ) থেকে যত রাক'আত আদায় করা ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে তাকে আবশ্যকীয়ভাবে আঁকড়ে ধরা ও তার চেয়ে রাক'আত সংখ্যা বেশি না করার যে সিদ্ধান্তকে আমরা পছন্দ করেছি, তা সম্পূর্ণরূপে ইবনু খুযায়মার এ মতের অনুকূলে। তাওফীক দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা। আমি তাঁর আরো অধিক অনুগ্রহ কামনা করছি।

৩৫. তাহাবী, হা/১৭৩৮, 'বিতর' অনুচ্ছেদ; দারাকুতনী, হা/১৬৬৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৪২৯ 'বিতর' অনুচ্ছেদ।

৩৬. নাসাঈ, হা/১৭২৯-৩১, 'রাত ও দিনের নফল ছালাত' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-৪৭; হাকেম, হা/১১৪৪ 'বিতর' অধ্যায়। হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৩৭. তিরমিযী, হা/৪৬৩, 'বিতর' অধ্যায়-৩, 'বিতরের কিরাআত' অনুচ্ছেদ-৯; হাকেম, হা/১১৪৪। হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁকে সমর্থন করেছেন।

রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার বিতরের এক রাক'আতে সূরা নিসার একশ আয়াত পড়েছিলেন।[৩৮]

দু'আ কুনূত ও তা পাঠের স্থান (دعاء القنوت وموضعه)

কিরাআত শেষ করে রুকূর পূর্বে কখনো কখনো ঐ দু'আর মাধ্যমে কুনূত পড়বে, যেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নাতী হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। দু'আটি হল-

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিকলী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্‌রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা 'আলায়কা, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইয্‌যু মান 'আ-দায়তা, তাবা-রকতা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি ক্ষমা করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে ক্ষমা করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হতে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হতে পারে না। আর তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ কর, সে কোনদিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ'।[৩৯]

---

৩৮. নাসাঈ, হা/১৭২৮, 'রাত ও দিনের নফল ছালাত' অধ্যায়-২০, 'বিতরের কিরাআত' অনুচ্ছেদ-৪৬; আহমাদ, হা/১৯৭৭৫, সনদ ছহীহ।

৩৯. আবূ দাঊদ, হা/১৪২৫, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'বিতরের কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৪০; তিরমিযী, হা/৪৬৪, 'বিতর' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-১০; নাসাঈ, হা/১৭৪৫, 'রাত ও দিনের নফল ছালাত'

কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। যেমনটি পরে আসছে।[৪০]

রুকূর পরে কুনূত পড়া এবং রামাযানের দ্বিতীয়ার্ধে কুনূতের দু'আর সাথে কাফেরদের প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত), রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ এবং মুসলমানদের জন্য দু'আ বৃদ্ধি করাতে কোন সমস্যা নেই। উমার (রাঃ)-এর যুগে এরূপ করা ইমামগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আব্দুর রহমান বিন আব্দুল কারী বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে এসেছে- তারা রামাযানের দ্বিতীয়ার্ধে কাফেরদেরকে লা'নত করতো এ দু'আ বলে-

اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهَ الْحَقِّ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ক্বাতিলিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা 'আন সাবীলিকা, ওয়া ইয়ুকায্যিবূনা রুসুলাকা, ওয়ালা ইয়ুমিনূনা বিওয়া'দিকা ওয়া খা-লিফ বায়না কালিমাতিহিম, ওয়া আলকি ফী কুলূবিহিমুর রু'বা, ওয়া আলকি আলায়হিম রিজযাকা ওয়া আযাবাকা ইলাহাল হাক।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদেরকে ধ্বংস করুন। যারা আপনার রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে এবং আপনার অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন, তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করুন এবং হে সত্যের উপাস্য! তাদের প্রতি আপনার শাস্তিকে অবধারিত করে দিন'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতেন এবং সাধ্যানুযায়ী মুসলমানদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করতেন। অতঃপর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

অধ্যায়-২০, 'বিতরের দু'আ' অনুচ্ছেদ-৫১; ইবনু মাজাহ, হা/১১৭৮, অধ্যায়-৫, 'বিতরের কুনূত' অনুচ্ছেদ-১১৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/১০৯৫; ইরওয়াউল গালীল, হা/৪২৯, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ছিফাতু ছালাতিন নাবী (৭ম সংস্করণ), পৃঃ ৯৫-৯৬।

৪০. ইসমাঈল বিন ইসহাক আল-কাযী, ফাযলুল ছালাত আলান নাবী, পৃঃ ৩৩, তা'লীক আলবানী; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৪৫।

বর্ণনাকারী বলেন, কাফেরদের প্রতি লা‘নত, নবী (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ, মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং নিজের জন্য চাওয়ার পর তিনি (উবাই বিন কা‘ব) বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحَقٌ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইয়্যা-কা না‘বুদু, ওয়ালাকা নুছল্লী ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া ইলায়কা নাস্‘আ ওয়া নাহফিদু, ওয়া নারজূ রহ্‌মাতাকা রব্বানা, ওয়া নাখা-ফু ‘আযা-বাকাল জিদ্দা, ইন্না ‘আযা-বাকা লিমান ‘আদায়তা মুলহাক্ব।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই ছালাত আদায় করি ও সিজদা করি। আমরা আপনার নিকটে ফিরে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করি। হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার রহমত কামনা করি এবং আপনার কঠিন শাস্তিকে ভয় করি। আপনার সাথে যে শত্রুতা পোষণ করেছে, আপনার আযাব তার প্রতি অর্পিত হৌক’। অতঃপর তিনি তাকবীর দিয়ে সিজদায় চলে যেতেন।[৪১]

বিতরের শেষে পঠিতব্য দু‘আ (ما يقول فى آخر الوتر)

বিতরের শেষে (সালামের পূর্বে বা পরে) এই দু‘আটি পড়া সুন্নাত-

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা বিরিযাকা মিন সাখাত্বিকা, ওয়া বিমু‘আফাতিকা মিন উকূবাতিকা, ওয়া আ‘উযু বিকা মিনকা, লা উহছী ছানাআন আলায়কা, আনতা কামা আছনায়তা ‘আলা নাফসিকা।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার ক্রোধ থেকে এবং আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার মাধ্যমে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার প্রশংসাকে গণনা করতে পারব না। আপনি আপনার যেভাবে প্রশংসা করেছেন, তেমনটিই আপনার জন্য প্রযোজ্য’।[৪২]

---

৪১. ছহীহ ইবনে খুযায়মা, ২/১৫৫-১৫৬, হা/১১০০।

৪২. আবূ দাঊদ, হা/১৪২৭, ‘বিতরের কুনূত’ অনুচ্ছেদ-৩৪০; ইবনু মাজাহ, হা/১১৭৯, অধ্যায়-৫, ‘বিতরের কুনূত’ অনুচ্ছেদ-১১৭; ইরওয়াউল গালীল, হা/৪৩০, হাদীছ ছহীহ।

বিতরের সালাম ফিরানোর পর (তিনবার) সরবে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ *সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস* বলবে এবং তৃতীয়বার দীর্ঘ টানে বলবে।[৪৩]

বিতর পরবর্তী দু’রাক‘আত ছালাত (الركعتان بعده)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ম[৪৪] দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে বিতরের পরে মুছল্লী দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করতে পারেন। (শুধু তাঁর কর্মই নয়) বরং উক্ত দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন, إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ. ‘এই সফর কষ্টসাধ্য ও ভারী। অতএব তোমাদের কেউ যখন বিতর পড়বে, তখন যেন সে দুই রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করে নেয়। অতঃপর যদি সে রাতে জাগতে পারে (তো ভাল কথা)। অন্যথায় এই দুই রাক‘আত তার জন্য যথেষ্ট হবে’।[৪৫]

এই দুই রাক‘আতে সূরা যিলযাল ও কাফিরূন পড়া সুন্নাত।[৪৬]

---

৪৩. আবূ দাঊদ, হা/১৪৩০, ‘বিতরের পরের দু‘আ’ অনুচ্ছেদ-৩৪১; নাসাঈ, হা/১৬৯৯,১৭০১, অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-৩৭, হাদীছ ছহীহ।

৪৪. মুসলিম, হা/৭৩৮, ‘মুসাফিরদের ছালাত’ অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-১৭; আবূ দাউদ, হা/১৩৪০, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩১৬; নাসাঈ, হা/১৭১৮, ‘সাত রাক‘আত বিতর কিভাবে পড়তে হবে’ অনুচ্ছেদ-৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১১৯১, অধ্যায়-৫, ‘তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক‘আত বিতরের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ-১২৩, সনদ ছহীহ।

৪৫. ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/১১০৬; দারেমী, হা/১৫৫৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘বিতরের পরে দুই রাক‘আত ছালাত’ অনুচ্ছেদ-২১৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৯৯৩। দীর্ঘকাল এই দুই রাক‘আতের ব্যাপারে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। অতঃপর যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর এই নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হলাম, তখন দ্রুত তা বাস্তবায়ন করলাম। আর জানলাম যে, তাঁর (ছাঃ)-এর বাণী- اجْعَلُوْا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ‘তোমরা বিতরকে তোমাদের রাত্রির শেষ ছালাত হিসেবে নির্ধারণ করো’ (বুখারী, হা/৯৯৮, ‘বিতর’ অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-৪; মুসলিম, হা/৭৫১, ‘মুসাফিরদের ছালাত’ অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-২০) ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয় (للتخيير لا للإيجاب)। এটি ইবনু নাছরের কথা। দ্রঃ কিয়ামু রামাযান, পৃঃ ১৩০।

৪৬. ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/১১০৪, ১১০৫, আয়েশা ও আনাস (রাঃ) থেকে দু’টি সনদে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। ইবনু হিব্বান, হা/২৬৩৫ ‘নফল ছালাত সমূহ’ অনুচ্ছেদ; আহমাদ, হা/২২৩০০। দ্রঃ ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১২৪।

ই‘তিকাফ[৪৭] (الاعتكاف)

ই‘তিকাফের বৈধতা (مشروعيته)

রামাযান ও রামাযানের বাইরে বছরের অন্যান্য দিনগুলো ই‘তিকাফ করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে মূল দলীল হল মহান আল্লাহ্র বাণী- وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ. ‘তোমরা মসজিদ সমূহে ই‘তিকাফরত অবস্থায়...’ *(বাকারাহ ১৮৭)*। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই‘তিকাফের ব্যাপারে অসংখ্য ছহীহ হাদীছ এবং এ সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের অনেক আছার এসেছে। ইবনু আবী শায়বা ও আব্দুর রায্যাকের ‘আল-মুছান্নাফ’ গ্রন্থে সেগুলো উল্লিখিত হয়েছে।[৪৮]

---

৪৭. **ই‘তিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ :** لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خيرا كان أم شرا. ‘কোন জিনিসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ও তার প্রতি মনকে আবদ্ধ রাখা। চাই সেটা ভাল হোক বা মন্দ’। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ ‘যখন সে (ইবরাহীম) তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর পূজায় তোমরা রত রয়েছ’ *(আম্বিয়া ৫২)*।

পারিভাষিক অর্থে ই‘তিকাফ বলতে বুঝায়- لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تعالى ‘আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য হাছিলের নিয়তে মসজিদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং সেখানে অবস্থান করা’ (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪১৬-১৭)।

ই‘তিকাফে বসা ও বের হওয়ার সময় : ২০ রামাযান দিবাগত সন্ধ্যার পূর্বে ই‘তিকাফের জন্য মসজিদে প্রবেশ করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষের দশকে ই‘তিকাফ করতেন। আর শেষের দশক শুরু হয় ২০ রামাযান দিনের শেষ থেকে *(ঐ)*। শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে মাগরিবের পর ই‘তিকাফ শেষ হবে *(ঐ)*।

ই‘তিকাফরত অবস্থায় করণীয় : এ সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন বলেন, ‘ই‘তিকাফকারীর উচিত আল্লাহ্র আনুগত্য তথা ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিকিরে ব্যস্ত থাকা। কারণ এটাই ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য। সে তার সাথীদের সাথে সামান্য কথা বললে তাতে কোন সমস্যা নেই। বিশেষতঃ যদি তাতে ফায়েদা থাকে’ (ফাতাওয়া উছায়মীন, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, প্রশ্নোত্তর নং ৪৫৫)।-অনুবাদক

৪৮. পূর্ববর্তী সংস্করণে এখানে ই‘তিকাফের ফযীলত সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটি সন্নিবেশিত ছিল- مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ؛ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَةَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ. ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে একদিন ই‘তিকাফ করবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে তিনটি পরিখা তৈরি করবেন। প্রত্যেক পরিখার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের ন্যায়’।

প্রমাণিত হয়েছে যে, শাওয়ালের শেষ দশকে[৪৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই‘তিকাফ করেছেন। আর এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ : فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، [فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً]. ‘আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ই‘তিকাফ করার মানত করেছিলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহলে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো’। [অতঃপর তিনি এক রাত ই‘তিকাফ করেন]।[৫০]

রামাযান মাসে ই‘তিকাফ করার ব্যাপারে সর্বাধিক তাগিদ রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক রামাযানে দশ দিন ই‘তিকাফ করতেন। তবে যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর বিশ দিন ই‘তিকাফ করেছিলেন’।[৫১]

(বর্তমান সংস্করণে) আমি তা বাদ দিয়েছি। কারণ তাখরীজ করার পরে আমার কাছে উহার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এ হাদীছের ব্যাপারে ‘সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা’য় (হা/৫৩৪৫) আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমার ও আমার পূর্বে হায়ছামীর নিকটে উহার যে ত্রুটি অজ্ঞাত ছিল, তাতে আমি তা খোলাসা করে দিয়েছি।

[ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, تَعْرِفُ فِيْ فَضْلِ الْاِعْتِكَافِ شَيْئًا؟ ‘আপনি ই‘তিকাফের ফযীলত সম্পর্কে কিছু জানেন’? তিনি বললেন, لَا، إِلَّا شَيْئًا ضَعِيْفًا. না। তবে কিছু যঈফ (হাদীছ) রয়েছে’ (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪১৬)। যেমন- ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই‘তিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, ‘সে নিজেকে পাপ সমূহ থেকে বিরত রাখে এবং তার জন্য নেকীসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে যাবতীয় সৎ কাজ সম্পাদন করে’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৭৮১; মিশকাত, হা/২১০৮)। হাদীছটি যঈফ]-অনুবাদক

৪৯. বুখারী, হা/২০৪১, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়-৩৩, ‘শাওয়াল মাসে ই‘তিকাফ করা’ অনুচ্ছেদ-১৪; মুসলিম, হা/১১৭৩, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়-১৪, ‘ই‘তিকাফ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কখন ই‘তিকাফের স্থানে প্রবেশ করবে’ অনুচ্ছেদ-২; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২২৪, অনুচ্ছেদ-২৫৬।

৫০. বুখারী, হা/২০৩২, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়-৩৩, ‘রাত্রিতে ই‘তিকাফ করা’ অনুচ্ছেদ-৫, হা/২০৪২। বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত অতিরিক্ত অংশটুকু বুখারীর। মুসলিম, হা/১৬৫৬, ‘শপথ’ অধ্যায়-২৭, অনুচ্ছেদ-৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২২৮-২৯, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৫৮, হা/২২৩৯, অনুচ্ছেদ-২৬৮।

৫১. বুখারী, হা/২০৪৪, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়, ‘রামাযানের মধ্য দশকে ই‘তিকাফ করা’ অনুচ্ছেদ-১৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২২১, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৫৩।

রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করা সর্বোত্তম। কেননা আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন।[৫২]

ই‘তিকাফের শর্তসমূহ (شروطه)

মসজিদসমূহে ছাড়া ই‘তিকাফ শরী‘আতসম্মত নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ ‘তোমরা মসজিদ সমূহে ই‘তিকাফরত অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) প্রতি সংগত হয়ো না’[৫৩] *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।[৫৪] আয়েশা (রাঃ) বলেন,

اَلسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِيْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، وَلَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، وَالسُّنَّةُ فِيْمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُوْمَ.

‘ই‘তিকাফকারীর ক্ষেত্রে সুন্নাত হল (১) সে যেন আবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া (মসজিদ থেকে) বাইরে বের না হয় (২) রোগীর শুশ্রূষা না করে (৩) তার

---

৫২. বুখারী, হা/২০২৬, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়, ‘রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ এবং সব মসজিদেই ই‘তিকাফ করা’ অনুচ্ছেদ-১; মুসলিম, হা/১১৭২, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়-১৪, ‘রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করা’ অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২২২৩, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৫৫; ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৬৬।

৫৩. وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ : أَيْ لَا تُجَامِعُوْهُنَّ. অর্থাৎ ‘তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো না’। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, اَلْمُبَاشَرَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمَسُّ جِمَاعٌ كُلُّهُ، وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْنِيْ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. ‘আল-মুবাশারাহ, আল-মুলামাসাহ ও আল-মাস্‌সু সবই সহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যখন যে শব্দ দ্বারা যা ইচ্ছা ইঙ্গিত করেন’ (বায়হাকী ৪/৩২১, হা/৮৫৯৭, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪৪, এটি এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

৫৪. আমরা যা উল্লেখ করেছি সে বিষয়ে ইমাম বুখারীও এই আয়াত দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُخْتَصَّ تَحْرِيْمُ الْمُبَاشَرَةِ بِهِ، لِأَنَّ الْجِمَاعَ مُنَافٍ لِلْاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ، فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا فِيْهَا-

‘আয়াত থেকে দলীল গ্রহণের যুক্তি হল-যদি মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ই‘তিকাফ শুদ্ধ হত, তাহলে স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়াকে মসজিদের সাথে নির্দিষ্ট করা হত না। কেননা সকলের ঐক্যমতে সহবাস ই‘তিকাফের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই (আয়াতে) মসজিদসমূহের উল্লেখের দ্বারা বুঝা গেল যে, উদ্দেশ্য হল মসজিদ ছাড়া ই‘তিকাফ হবে না’ (ফাতহুল বারী, ৪/৩৪৫)।

স্ত্রীকে স্পর্শ না করে (৪) তার সাথে মিলন না করে। আর জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হয় না। আর যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করবে তার ছিয়াম রাখা সুন্নাত'।[৫৫]

ই'তিকাফের জন্য জামে মসজিদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে ই'তিকাফকারী জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদ থেকে বের হতে বাধ্য না হয়। কারণ জুম'আর ছালাতের জন্য বের হওয়া তার উপর ওয়াজিব। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছের একটি বর্ণনায় এসেছে- وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ 'জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না'।[৫৬]

অতঃপর আমি একটি সুস্পষ্ট ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে অবগত হয়েছি, যেটি আয়াতে *(বাকারাহ ১৮৭)* উল্লিখিত মসজিদগুলোকে তিনটি মসজিদ- মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকছা দ্বারা খাছ বা নির্দিষ্ট করে। হাদীছটি হল- لاَ اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না'।[৫৭]

আমার জানা মতে পূর্ববর্তী বিদ্বানদের মধ্যে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও আতা প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা। তবে আতা মসজিদুল আকছার কথা উল্লেখ করেননি। অন্যরা সাধারণভাবে জামে মসজিদের কথা বলেছেন। কেউ কেউ এ মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, ওয়াক্তিয়া মসজিদে হলেও চলবে। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, এ সকল মতের মধ্যে যেটি হাদীছের অনুকূলে সেটি গ্রহণ করা ও সেদিকে প্রত্যাবর্তন করাই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

---

৫৫. বায়হাকী ছহীহ সনদে, হা/৮৫৯৩, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪৪; আবূ দাঊদ হাসান সনদে, হা/২৪৭৩, 'ছিয়াম' অধ্যায়-৮, অনুচ্ছেদ-৮০। [আবূ দাঊদে وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً 'জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না' অংশটুকুও রয়েছে]-অনুবাদক

৫৬. আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩, আয়েশা (রাঃ) হতে হাসান সনদে। ইমাম বায়হাকী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُوْرِ إِلَى اللهِ الْبِدَعُ، وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعِ الْاعْتِكَافَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِيْ فِي الدُّوَرِ. 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে বিদ'আত। আর ওয়াক্তিয়া মসজিদ সমূহে ই'তিকাফ করাও বিদ'আতের শামিল' (বায়হাকী, হা/৮৫৭৩ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'মসজিদে ই'তিকাফ করা' অনুচ্ছেদ-১৩৯)।

৫৭. তাহাবী, হা/২৩২৭; ইসমাঈলী, হা/৩৪৫; বায়হাকী, হা/৮৫৭৪, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩৯, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান হতে ছহীহ সনদে। সিলসিলা ছহীহা, হা/২৭৮৬। আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি তার অনুকূলের আছারগুলো এতে তাখরীজ করা হয়েছে। যার সবগুলোই ছহীহ।

ই‘তিকাফকারীর জন্য ছিয়াম রাখা সুন্নাত। যেমনটি পূর্বোল্লিখিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে।[৫৮]

ই‘তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ[৫৯] (ما يجوز للمعتكف)

পেশাব-পায়খানা করার জন্য ই‘তিকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয। অনুরূপভাবে মাথা ধৌত করানো ও চুল সিঁথি করানোর উদ্দেশ্যেও সে মসজিদ থেকে তার মাথা বের করতে পারবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ [مُعْتَكِفٌ] فِي

---

৫৮. বায়হাকী ছহীহ সনদে, হা/৮৫৯৩; আবূ দাঊদ হাসান সনদে, হা/২৪৭৩।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ‘যাদুল মা‘আদ’ গ্রন্থে বলেছেন, وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ اعْتَكَفَ مُفْطِرًا، بَلْ قَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَانَهُ الْاعْتِكَافَ إِلَّا مَعَ الصَّوْمِ، وَلَا فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَعَ الصَّوْمِ، فَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي الدَّلِيْلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ جُمْهُوْرُ السَّلَفِ أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ فِي الْاعْتِكَافِ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ يُرَجِّحُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَةَ. ‘ছিয়াম ব্যতীত নবী (ছাঃ) ই‘তিকাফ করেছেন মর্মে কোন বর্ণনা আসেনি। বরং আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, ‘ছওম ব্যতীত ই‘তিকাফ হয় না’। আল্লাহ তা‘আলা ছওমের সাথে ব্যতীত ই‘তিকাফের কথা উল্লেখ করেননি। আর রাসূল (ছাঃ)ও ছওম ব্যতীত ই‘তিকাফ করেননি। সুতরাং দলীলের দিক দিয়ে প্রাধান্যযোগ্য মত হল, ই‘তিকাফের জন্য ছওম শর্ত। অধিকাংশ পূর্ববর্তী বিদ্বান এ মতের উপরই রয়েছেন। শায়খুল ইসলাম আবুল আব্বাস ইবনু তায়মিয়াও এ মতকেই প্রাধান্য দিতেন’।

(আলবানী বলেন) আমার বক্তব্য হল, এর আলোকে এটাও সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি মসজিদে ছালাত আদায় অথবা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে গিয়ে সেখানে তার অবস্থানকালীন সময়টুকু ই‘তিকাফ করার সংকল্প করবে, এটা তার জন্য শরী‘আতসম্মত হবে না। শায়খুল ইসলাম ‘আল-ইখতিয়ারাত’ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে এ মতই প্রকাশ করেছেন।

৫৯. ই‘তিকাফকারীর খাদ্য সরবরাহের লোক না থাকলে খাওয়ার জন্য সে বাড়িতে আসতে পারবে। তবে খাদ্য সরবরাহের লোক থাকলে মসজিদ থেকে বের হবে না। কেননা ই‘তিকাফরত ব্যক্তি আবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে পারবে না। যদি ই‘তিকাফরত ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়া তার জন্য আবশ্যক (যদি মসজিদে গোসলের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে)। কেননা এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতেই হবে। কিন্তু যদি শরীর শীতল করার জন্য গোসল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মসজিদ থেকে বের হবে না। আর যদি শরীরের অসহনীয় দুর্গন্ধ দূর করার জন্য গোসল করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়া জায়েয (ফাতাওয়া উছায়মীন, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, প্রশ্নোত্তর ৪৭৬ ও ৪৮২)। ই‘তিকাফরত ব্যক্তি প্রয়োজনবোধে মোবাইলে প্রয়োজনীয় কথাও বলতে পারবে (ঐ, প্রশ্নোত্তর নং ৪৭৯)।

الْمَسْجِدِ، [وَأَنَا فِيْ حُجْرَتِيْ] فَأُرَجِّلُهُ، [وفي رواية: فَأَغْسِلُهُ وَإِنَّ بَيْنِى وَبَيْنَهُ لَعَتَبَةُ الْبَابِ وَأَنَا حَائِضٌ]، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ [الْإِنْسَانِ]، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে [ই'তিকাফরত অবস্থায়] আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িতে দিতেন, [আর আমি আমার কক্ষে থাকা অবস্থায়] তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। [একটি বর্ণনায় রয়েছে, আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম। আর তখন আমার ও তাঁর মাঝে দরজার চৌকাঠ পরিমাণ দূরত্ব বজায় থাকত]। আর তিনি যখন ই'তিকাফরত থাকতেন, তখন [মানবীয়] প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতেন না'।[৬০]

ই'তিকাফকারী ও অন্যদের জন্য মসজিদে ওযূ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক খাদেম বলেন, تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَضُوْءًا خَفِيْفًا. 'নবী (ছাঃ) মসজিদে হালকাভাবে ওযূ করেছিলেন'।[৬১]

মসজিদের পিছন দিকে ই'তিকাফকারী ছোট্ট তাঁবু টানিয়ে সেখানে ই'তিকাফ করতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর জন্য একটি তাঁবু (خِبَاءٌ) তৈরি করে দিতেন।[৬২] আর এটি তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশেই করতেন।[৬৩]

---

৬০. বুখারী, হা/২০২৯, 'ই'তিকাফ' অধ্যায়, '(প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী তার বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না' অনুচ্ছেদ-৩, হা/২০২৮, ২০৩০, ২০৩১; মুসলিম, হা/২৯৭, 'হায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হা/৯৭৯০, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫; আহমাদ, হা/২৬০২৬।

৬১. বায়হাকী উত্তম সনদে, হা/৮৫৯৯, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪৬।

৬২. الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة. 'পশম বা পালকের তৈরি আরবের এক ধরনের গৃহকে 'খিবা' বা তাঁবু বলা হয়। এটি চুলের তৈরি হয় না। এটি দুই বা তিন খুঁটি বিশিষ্ট হয়' (আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার)।

৬৩. বুখারী, হা/২০৩৩, 'ই'তিকাফ' অধ্যায়, 'মহিলাদের ই'তিকাফ করা' অনুচ্ছেদ-৬, মুসলিম, হা/১১৭৩, 'ই'তিকাফ' অধ্যায়-১৪, 'ই'তিকাফ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কখন ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করবে' অনুচ্ছেদ-২। আয়েশা (রাঃ)-এর কর্মটি বুখারীতে এবং রাসূলের নির্দেশ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি (ছাঃ) একবার একটি তুর্কী তাঁবুতে[৬৪] (فِيْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ) ই‘তিকাফ করেছিলেন। যার দরজায় একটি চাটাই ঝুলানো ছিল (عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيْرٌ)।[৬৫]

মহিলার ই‘তিকাফ করা ও মসজিদে স্বামীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করার বৈধতা

(إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد)

স্বামী মসজিদে ই‘তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং মসজিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে স্ত্রীকে বিদায় জানানো জায়েয। ছাফিয়্যা (রাঃ) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا [فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ] فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلًا، [وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ]، فَحَدَّثْتُهُ [سَاعَةً]، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، [فَقَالَ: لَا تَعْجَلِيْ حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ]، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِيْ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ [حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ]، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكُمَا؛ إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. فَقَالَا : سُبْحَانَ اللهِ! يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ: شَيْئًا.

---

৬৪. অর্থাৎ ছোট্ট তাঁবুতে (أى قبة صغيرة)। দরজাকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দরজার উপর ঝুলানো চাটাইকে (পর্দা) السدة বলা হয়। উদ্দেশ্য হল তিনি তাঁবুর দরজার উপর একখণ্ড মাদুর বা চাটাই স্থাপন করেন। যাতে তার ভিতরে কারো দৃষ্টি না পড়ে। যেমনটি সিন্ধী বলেছেন। তবে এটা বলা আরো ভাল হবে যে, ই‘তিকাফকারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর মাধ্যমে যেন তার মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটে। যাতে ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য ও তার চেতনাকে অর্জন করা যায়। যেমন ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেছেন, عَكْسَ مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمُعْتَكَفِ مَوْضِعَ عِشْرَةٍ وَمَجْلَبَةٍ لِلزَّائِرِيْنَ وَأَخْذِهِمْ بِأَطْرَافِ الْأَحَادِيْثِ بَيْنَهُمْ، فَهَذَا لَوْنٌ، وَالْاعْتِكَافُ النَّبَوِيُّ لَوْنٌ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ. ‘মূর্খরা ই‘তিকাফের স্থানকে পারস্পরিক মেলামেশার স্থান, দর্শনার্থীদের জড়ো হওয়ার স্থান এবং তাদের মধ্যে গল্প-গুজবের স্থান বানিয়ে নেয়ার বিপরীত। এটা এক ধরনের ই‘তিকাফ। আর নবী (ছাঃ)-এর ই‘তিকাফের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহই তাওফীক দাতা’।

৬৫. মুসলিম, হা/১১৬৭, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২১৭১, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১১, হা/২২১৯, অনুচ্ছেদ-২৫১।

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) [রামাযানের শেষ দশকে মসজিদে] ই'তিকাফরত ছিলেন। আমি রাত্রি বেলায় তাঁর সাথে দেখা করতে এলাম। [তখন তাঁর নিকট তাঁর স্ত্রীগণ ছিলেন। (আমাকে দেখে) তারা চলে গেলেন।] অতঃপর আমি তাঁর সাথে [কিছুক্ষণ] কথাবার্তা বললাম। অতঃপর আমি ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। [তখন তিনি বললেন, তাড়াহুড়া করো না। যাতে আমি তোমার সাথে ফিরতে পারি।] অতঃপর আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর (ছাফিয়্যা) বাসস্থান ছিল উসামা বিন যায়েদের বাড়িতে। [যখন তিনি উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর গৃহসংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন], তখন দু'জন আনছারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে দ্রুততা অবলম্বন করল। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, তোমরা দু'জন থাম। ইনি হলেন ছাফিয়্যা বিনতু হুওয়াই। তখন তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, 'শয়তান মানুষের রক্তের শিরা-উপশিরায় চলাফেরা করে। আমি ভয় করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে'। অথবা আরো কিছু বললেন।[৬৬]

এমনকি স্বামীর সাথে স্ত্রীর বা স্ত্রীর একাকী ই'তিকাফ করা জায়েয।[৬৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন, اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ (وفي رواية انها أم سلمة) مِنْ أَزْوَاجِه مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيْ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর এক মুস্তাহাযা স্ত্রী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি হলেন উম্মে সালামাহ) ই'তিকাফ করেন। তিনি লাল ও হলুদ রংয়ের স্রাব নির্গত হতে দেখতে পেতেন। অনেক সময় আমরা তাঁর নিচে একটি গামলা রেখে দিতাম আর এমতাবস্থায় তিনি ছালাত আদায় করতেন'।[৬৮]

---

৬৬. বুখারী, হা/২০৩৫, অনুচ্ছেদ-৮, হা/২০৩৮, 'ই'তিকাফ' অধ্যায়, 'ই'তিকাফরত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর দেখা করা' অনুচ্ছেদ-১১; মুসলিম, হা/২১৭৫ 'সালাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; আবূ দাঊদ, হা/২৪৭০, 'ছিয়াম' অধ্যায়-৮, 'ই'তিকাফকারী তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাড়িতে প্রবেশ করবে' অনুচ্ছেদ-৭৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৭৯, ছিয়াম' অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-৬৫।

৬৭. **মহিলাদের ই'তিকাফের স্থান :** যদি ফিতনার আশংকা না থাকে তাহলে স্বামীর অনুমতিক্রমে মহিলারা মসজিদে ই'তিকাফ করবে (বুখারী হা/২০৩৩)। আর যদি ফিতনার আশংকা থাকে তাহলে তারা ই'তিকাফ করবে না (ফাতাওয়া উছায়মীন, 'ছিয়াম' অধ্যায়, প্রশ্নোত্তর নং ৪৬২; আশ-শারহুল মুমতি' ৬/৫১০)।-অনুবাদক

৬৮. বুখারী, হা/২০৩৭, 'ই'তিকাফ' অধ্যায়, 'মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা' অনুচ্ছেদ-১০; অন্য বর্ণনাটি সাঈদ ইবনে মানছূরের। যেমনটি ফাতহুল বারীতে (৪/২৮১) এসেছে। কিন্তু দারেমী (১/২২) তাঁর নাম যয়নাব বলেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তিনি আরো বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমৃত্যু রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই‘তিকাফ করেছেন’।[৬৯]

স্ত্রী সহবাস করলে ই‘তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা মসজিদসমূহে ই‘তিকাফরত অবস্থায় তাদের প্রতি সংগত হয়ো না’ *(বাকারাহ ১৮৭)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَاسْتَأْنَفَ ‘ই‘তিকাফকারী স্ত্রী-সহবাস করলে তার ই‘তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে নতুনভাবে ই‘তিকাফ শুরু করতে হবে’।[৭০]

নবী (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে কিছু বর্ণিত না হওয়ার কারণে তার উপর কাফফারা বর্তাবে না।

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –

অনুবাদকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

১. আরবী কথোপকথন
২. ইসলামী পুনর্জাগরণ : পথ ও পদ্ধতি (অনুবাদ)
   মূল : শায়খ উছায়মীন
৩. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৪. ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা (অনুবাদ)
   মূল : শায়খ আলবানী
৫. সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা (অনুবাদ)
   মূল : শায়খ উছায়মী

৬৯. বুখারী, হা/২০২৬, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়; মুসলিম, হা/১১৭২, ‘ই‘তিকাফ’ অধ্যায়।

৭০. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৯২, হা/৯৭৭৩, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯২; মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৪/৩৬৩, হা/৮০৮১; ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৭৬, সনদ ছহীহ।